দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নামীদামী কলেজে ভর্তির ভিড়

শরিফুজ্জামান পিন্টু

গ্রেডিং সিস্টেমে এসএসসির ফল প্রকাশের পর রাজধানী ঢাকায় জোরেশোরে বইছে কলেজে ভর্তির হাওয়া। এই হাওয়া ধীরে ধীরে পৌঁছে যাবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ঢাকার কলেজগুলো এখন ভর্তিচ্ছু ও তাদের অভিভাবকদের আনাগোনায় মুখর। ভর্তি ফরম বিতরণ, ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তি সম্পন্নের ধুম পড়ে গেছে। চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে চলছে কলেজ বাছাই ও সেখানে ভর্তির প্রাণান্ত চেষ্টা। গ্রেডিং সিস্টেমে ফল প্রকাশের পর ভর্তি পদ্ধতিতেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। যে কারণে ভর্তিচ্ছুদের টেনশন বেড়েছে। ভর্তি জ্বরে কম-বেশি আক্রান্ত একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু সকলেই। রাজধানীতে কলেজের অভাব নেই। তবে মানসম্পন্ন ও ভর্তিচ্ছুদের পছন্দমতো কলেজের সংখ্যা খুবই কম। তাইতো প্রচণ্ড ভিড় জমছে রাজধানীর নামীদামী গুটিকয়েক কলেজে। অন্যদিকে অসংখ্য কলেজ রয়েছে যেখানে ছাত্রদের বিনা খরচে পড়ার সুযোগ দিতে চাইলেও সেখানে কেউ যেতে চায় না। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও নানা লোভনীয় অফার দিয়ে এসব কলেজ ছাত্র সংগ্রহের চেষ্টা করছে। অন্যদিকে মানসম্পন্ন কলেজে চলছে রীতিমতো ভর্তিযুদ্ধ। নামীদামী কলেজে প্রতিটি আসনের জন্য চার বা পাঁচজন ভর্তিচ্ছু প্রতিযোগিতা করছে।

সুষ্ঠুভাবে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভর্তি নীতিমালা প্রকাশ করেছে। কিন্তু রাজধানীর বিভিন্ন কলেজে এই নীতিমালা লংঘনের ঘটনাও ঘটছে। বিশেষ করে ভর্তি ফরম ও ভর্তি পরীক্ষার খরচ বাবদ যে টাকা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষাবোর্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে তা কোন কলেজই মানছে না। নীতিমালায় বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কলেজ ভর্তির আবেদন ফরম ও ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনার খরচ বাবদ সর্বোচ্চ ৬০ টাকা নিতে পারবে। কিন্তু কোন কলেজই এটা মানছে না। সব কলেজে এই রেট দেড় শ' থেকে দুই শ' টাকা। ফলে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা আর্থিক ও মানসিক হয়রানির শিকার হচ্ছে। একজন অভিভাবক বললেন, যদি নীতিমালা অনুসরণ না করা হয় তাহলে তা প্রণয়ন ও প্রচার হাস্যকর। 'কাজীর গরু কেতাবে আছে গোয়ালে নাই' এই শ্লোকের মতোই অবস্থা ভর্তি নীতিমালার। কলেজগুলো ঢাকঢোল পিটিয়েই অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে। অথচ মন্ত্রণালয় বা শিক্ষাবোর্ড নির্বিকার।

সাধারণ কলেজ বিজ্ঞাপন দিয়েও ছাত্রছাত্রী পাচ্ছে না

কেবল অতিরিক্ত অর্থ আদায়ই নয়, আসনসংখ্যা নিয়েও রয়েছে ঘাপলা। নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যেক কলেজকে বিজ্ঞাপনে আসন সংখ্যা জানাতে হবে।

কিন্তু এপর্যন্ত যতগুলো কলেজ ভর্তি বিজ্ঞাপন দিয়েছে কেউই আসন সংখ্যা উল্লেখ করেনি। ফলে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা আসন সম্পর্কে এক প্রকার অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছেন। আর এভাবে নানা অনিয়ম, হয়রানি ও ভোগান্তির মধ্য দিয়ে চলছে রাজধানীর কলেজে ভর্তি।